জাতিভেদপ্রথার সঙ্গে চতুর বর্ণের সম্বন্ধ আম্বেদকর কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

উত্তর: চতুর্বেদে অথবা উপনিষদে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নিম্নবর্ণ শূদ্রের উল্লেখ থাকলেও তাদের অস্পৃশ্যরূপে গণ্য করা হয়নি, তারা সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় চতুর্বর্ণ ব্যবস্থায় সমাজের মানুষকে তাদের গুণ ও কর্মানুসারে, উঁচু-নীচুভাবে, চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়— ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত, ক্ষত্রিয় বা শাসক ও যোদ্ধা বা ব্যবসায়ী এবং শূদ্র বা দাস। বর্ণ বা জাতির উৎপত্তি প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক মতবাদ হল—

আর্যরা যখন ভারতে প্রবেশ করে তখন তাদের মধ্যে কোন বর্ণভেদ বা জাতিভেদের ধারণা ছিল না। পরে, তৎকালীন ভারতীয় আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে (অনার্যদের সঙ্গে) যুদ্ধ বিবাদের ফলে আর্যদের গোষ্ঠী- গত সমাজজীবন নানাভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং আর্য- সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিপন্ন হতে থাকে। এমন অবস্থায় আর্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে উন্নত মেধাসম্পন্ন কিছু মানুষ আর্য সংস্কৃতিকে সূত্রাকারে গ্রোথিত করে স্তোত্রপাঠ ও যাগযজ্ঞাদিতে আত্মনিয়োগ করেন। কালক্রমে এঁরাই ' ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত হন। অনার্যদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এবং যুদ্ধে তাদের পরাভূত করার জন্য শৌর্যবীর্যবান কিছু মানুষ আবার যুদ্ধ পরিচালনায় ও অস্ত্রচালনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এঁরাই ' ক্ষত্রিয়' নামে পরিচিত হন। আর্য-সম্প্রদায়ের আহার্য ও বাসস্থানের জন্য কিছু মানুষ কৃষিকাজ ও ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত হন। এঁরাই ' বৈশ্য' নামে পরিচিত হন। সমাজের অপরাপর মানুষ, যারা মেধা, বীর্য, ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে নেহাৎই অনুন্নত, তারা সমাজসেবার অপরাপর কর্মে নিযুক্ত হয়। এঁরাই ' শূদ্র' নামে পরিচিত হন।

এপ্রকার বর্ণ-বৈষম্যের বা জাতি-বৈষম্যের ভিত্তি হল মানুষের স্বভাবধর্ম বা স্বভাবগুণ। যাঁর মধ্যে স ত্ত্বগুণ প্রধান তার প্রকৃতির নাম ' ব্রাহ্মণ-প্রকৃতি' । যাঁর মধ্যে সত্ত্ব মিশ্রিত রজোগুণ প্রধান তার প্রকৃতির নাম ' ক্ষত্রিয়- প্রকৃতি' । যাঁর মধ্যে তমো মিশ্রিত রজোগুণ প্রধান তার প্রকৃতির প্রকৃতি এবং যার মধ্যে রজন মিশ্রিত তম গুন প্রধান তার প্রকৃতির নাম ' বৈশ্য-প্রকৃতি' , এবং যাঁর মধ্যে রজোমিশ্রিত তমোগুন প্রধান তাঁর প্রকৃতির নাম ' শূদ্র-প্রকৃতি' । প্রাচীন ভারতে, এই প্রকারে, স্বভাবধর্ম বা প্রকৃতি অনুসারে মানুষের বর্ণ বা জাতি নির্ধারিত হয়েছে, জন্মসূত্র অনুসারে নয়।